সমাজভিত্তিক ও বাণিজ্যিক খামারে দেশী ভেড়া পালন

(ডাঃ এফ,এম,এ, মালেক)
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার
কাশিয়ানী,গোপালগঞ্জ।

ভূমিকাঃ

- ভেড়া একটি গুর"ত্বপূর্ণ প্রাণী হিসাবে কৃষি ক্ষেত্রে ও পশম সরবরাহ করে আসছে। এরা পতিত জমির ঘাস,আগাছা ও উচ্ছিষ্ট পদার্থ খেয়ে বেচেঁ থাকে।ভেড়ার গোবর উৎকৃষ্ট সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভেড়া বিভিন্ন আবহাওয়ায় ও জলবায়ুর সংগে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে।২০০৮ সালের শুমারী অনুযায়ী এদেশে ভেড়ার সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার। বাংলাদেশে গড়ে প্রতিটি ভেড়া পালনকারী পরিবারে ৩/৪ টি ভেড়া আছে। বাংলাদেশের প্রাণীজ আমিষের যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে।ভেড়া পালনের মাধ্যমে এ আমিষের ঘাটতি অনেকাংশে মেটানো সম্ভব।বাংলাদেশে অর্ধ ছাড়া অবস্থায় ভেড়া পালন সবচেয়ে বেশী লাভজনক।অর্ধ ছাড়া অবস্থায় ভেড়া প্রাকৃতিক পরিবেশে চরানোর সাথে সাথে ঘরে প্রয়োজনীয় পরিমান দানাদার খাদ্য এবং আশঁ জাতীয় খাদ্য যেমন কাটা ঘাস,পাতা, খড় ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। তাছাড়া প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবাসহ পরিকল্পিত ব্রিডিং করা হয়।

কেন ভেড়া পালন করবেন?

- ভেড়া নিরীহ ও ছোট প্রাণী।ফলে এদের খাদ্য,আবাসন,বিনিয়োগ এবং ঝুকিও কম।
- ভেড়া মাংস, পশম,চামড়া ও জৈব সার উৎপাদন করে।
- ভেড়া গর ছাগলের সাথে মিশ্রিতভাবে পালন করা যায়।
- সাধারণতঃ একটি ভেড়ী বছরে ২ বার বাচ্চা দেয়। প্রতিবার গড়ে ২ টি করে বাচ্চা দেয়।
- ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী।
- ভেড়া ভূমিহীন ক্ষুদ্র ও মাঝারী চাষীদের অতিরিক্ত আয়ের উৎস্য হতে পারে।
- গাভী পালন করার সামর্থ্য নেই এমন খামারীরা অনায়াশে ২-৩ টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো এবং বিশেষ কোন গন্ধ নেই।
- একজন লোক অনায়াশে ৫০-১০০ টি ভেড়া পালন করতে পারে।
- ভেড়া নিজেদের বিভিন্ন আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংগে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে।

ভেড়ার জাত

- বিশ্বে প্রায় ৮০০ জাতের ভেড়া আছে।

- আমাদের দেশে ভেড়া অপেক্ষা ছাগল পালন অধিক জনপ্রিয় কিন্তু শীত প্রধান দেশে ছাগল অপেক্ষা ভেড়া পালন অধিক জনপ্রিয়।

- মাংস ও পশম উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে ভেড়ার জাতকে নিম্নোক্ত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।

মাংসল জাত-যেমন চেভিওট, ডরসেট, হ্যাম্পশিয়ার, সাইথ ডাইন, সাফ্লোক ইত্যাদি।

পশম উৎপাদনকারক জাত- যেমন মেরিনো, ডিবাওয়িলেট, রামবোয়েট ইত্যাদি।

দ্বৈত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাত - যেমন কোলাম্বিয়া, কোরিডালি, মোন্টাডালি ইত্যাদি।

ক্লুন ফরেষ্ট ইউ কে

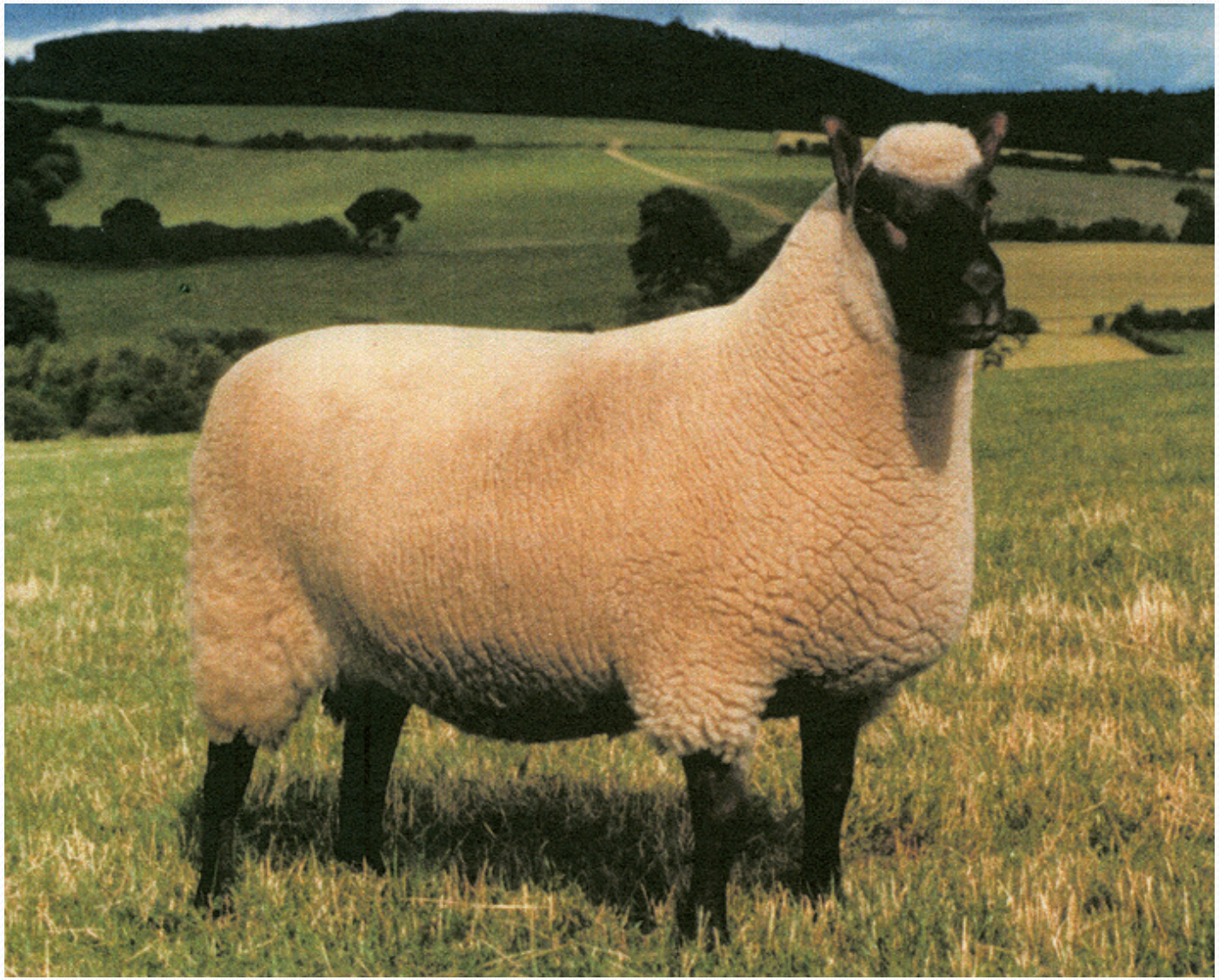

আইসল্যান্ডিক

আরাপাওয়া মেরিনো

অ্যাসকানিয়ান

বেনথেইমার

বুড়ু মেইন

হগ আইসল্যান্ড

কারাইয়াকা

এ্যাপেন্নাইন

বারবাডোস বাক বেলী

ব্যাক হেড পারসিয়ান

চূড়া স্প্যানিশ

কুয়েতী

বাংলাদেশের ভেড়া

- এসব উন্নত জাতের কোন ভেড়া আমাদের দেশে নেই।
- বাংলাদেশের ভেড়া কোন বংশজাত নয়।
- তাই এদের দেশী জাতের ভেড়া বলা হয়।

দেশী জাতের ভেড়ার বৈশিষ্ট্য

- সাধারনত দেশী ভেড়া সাদা বর্ণের হয়।
- তবে বাদামী, কালো ও মিশ্রণ রঙের ভেড়া দেখা যায়।
- ছোট দেহ, সেই অনুযায়ী মাথা ও কান।
- নাক সোজা ও হালকা ঘাড়।
- দৈহিক ওজন প্রায় ১৪-১৮ কেজি।
- উল অতি নিম্নমানের।
- দেশী জাতের ভেড়ীর ১৫ মাসে দুবার বাচ্চা হওয়ার তথ্য রয়েছে।

ভেড়ার ঘড় কিভাবে তৈরী করবেন?

- যাদের আর্থিক সামর্থ কম তারা তাদের বসতঘর ও গোয়ালঘরের সাথে আলাদা পার্টিশন করে ভেড়া রাখার ব্যবস্থা করতে পারেন।
- ভেড়ার ঘড় ছন, গোলপাতা,খড়, টিন বা ইটের তৈরী হতে পারে।
- ঘরের ভিতর বাঁশ বা কাঠের মাচা তৈরী করে তার উপর ভেড়া রাখা যায়।
- মাঁচার উচ্চতা ৩ ফুট এবং মাঁচা থেকে ছাদের উচ্চতা ৬-৮ ফুট হবে।গোবর ও পেশাব পড়ার সুবিধার্থে বাঁশের চটা
- বা কাঠকে ২.৫৪ সেঃমিঃ (১ ইঞ্চি) ফাঁকা রাখতে হবে।
- মাঁচার নীচে সহজে গোবর ও পেশাব সরানোর জন্য ঘরের মেঝে মাঝ বরাবর উচু করে দুই পার্শ্বে ঢালক্ষণ রাখতে হবে।

বৃষ্টি যেন সরাসরি না ঢুকে সেজন্য ভেড়ার ঘরের চালা ১-১.৫ মিঃ (৩.১৮-৩.৭৭ ফুট) ঝুলিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

শীতকালে রাতের বেলায় মাচার উপরের দেয়ালকে চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

বিভিন্ন বয়সের এবং বিভিন্ন ধরণের ভেড়া ভিন্নভাবে রাখা উচিত। বিশেষ করে পাঠাকে সব সময় ভেড়ী থেকে পৃথক করে রাখতে হবে।

শীতের রাতে বাচ্চাকে মায়ের সাথে ব্র ডিং কক্ষে রাখতে হবে।

দেশীয় পদ্ধতিতে ভেড়ার ঘর

ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- ভেড়ার খাদ্যের পরিমান ও গুণগতমান নির্ভর করে চারণ ভূমিতে প্রাপ্ত ঘাসের পরিমাণ ও গুণগতমানের উপর।
- বয়স ও উৎপাদনের ভিত্তিতে ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনা ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুসরন করতে হয়।

ভেড়ার বাচ্চাকে শাল দুধ প্রদানঃ

- প্রসবের পর প্রথম তিন দিন যে দুধ পাওয়া যায় তাকে সাধারণত শাল দুধ বলে।
- সাধারণ দুধের তুলনায় এ দুধে প্রোটিন এবং খনিজ পদার্থ বেশী থাকে।

ভেড়ার বাচ্চা

টেবিল ১

- ভেড়ার দুধ ও শাল দুধের পুষ্টিমান (শতকরা হার)

	ফ্যাট	প্রোটিন	লেকটোজ	খনিজ	মোট শুষ্ক পদার্থ
দুধ	৫.০৯	৩.৩৩	৬.০১	১.৬০	১৬.০৩
শাল দুধ	৫.৬০	৮.১০	৪.৮০	০.৮৫	২০.৩০

ভেড়ার বাচ্চা

- সাধারণত ভেড়ার বাচ্চার জন্মের সময়ে গড়ে ১ কেজি ওজন হয়।
- বাচ্চার জন্মের পরপরই পরিষ্কার করে আধা ঘন্টার মধ্যেই মায়ের শাল দুধ খেতে দিতে হবে।
- ভেড়ার বাচ্চার প্রতি কেজি ওজনের জন্য ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম শাল দুধ খাওয়াতে হবে।
- প্রতিদিন ৭-৮ বার দুধ খাওয়াতে হবে।

ভেড়ার খাদ্যাভাসঃ

- ভেড়া গর"র মত মাটিতে চরে খেতে পছন্দ করে।
- ভেড়া ছাগলের মত লতাপাতা,সাইলেজ,হে,খড়,দানাদার খাদ্য ইত্যাদি খেয়ে থাকে।
- ভেড়া সহজে নতুন খাদ্যে অভ্যস্ত হয়।
- খাদ্যাভাবের সময় এরা খড়,নাড়া, ইত্যাদি খায়।
- ভেড়া পাকস্থলীর আয়তন,পাকস্থলীতে পানির পরিমান এবং খাদ্য-পাচ্যতার সময় বাড়িয়ে দিয়ে খাদ্যের পাচ্যতাকে প্রায় ১২% পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারে।

ঘাস উৎপাদনঃ

- বাংলাদেশে অধিকাংশ এলাকায় গবাদিপশুর ঘনত্ব বেশী কিন্তু চারণ ভূমি নেই।
- এসব স্থানে গবাদিপশু সাধারণত বেধেঁ পালন করা হয়।
- এ ক্ষেত্রে যেসব বাড়ীর আশেপাশে কিছু জায়গা আছে সে সব জায়গায় ঘাস/পাতা উৎপাদন করা যায়।
- এতে একদিকে যেমন ভেড়া / ছাগল / গর ুর জন্য ঘাস পাওয়া যায়, তেমনি বাড়ী ঘর ঝড়-ঝঞ্জা থেকে রক্ষা পায়। পাশাপাশি জ্বালানী হিসেবে ডাল/পাতা/ ঘাস ব্যবহার করা যায়।
- এক্ষেত্রে উচ্চ ফলনশীল বহুবর্ষজীবী ঘাস যেমন- নেপিয়ার,হাই ব্রীড নেপিয়ার, পারা, গিনি, স্পেনডিভা ইত্যাদি লিগিউম জাতীয় গুল্ম যেমন- ধইঞ্চা, অড়হর,বৃক্ষ যেমন ইপিল ইপিল, গিরিসিডিয়া, বাবলা ইত্যাদি চাষ করা যেতে পারে।

নেপিয়ার (হাইব্রিড) ঘাস

	বৈশিষ্ট	ঃ	বহুবর্ষজীবি ঘাস, একবার লাগালে ৪-৫ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।
১	রোপনের সময়	ঃ	যে কোন সময়,তবে উত্তম হচ্ছে ফালগুন চৈত্র মাসে।
২	মাটির ধরণ	ঃ	জলাব× স্থান ছাড়া বাংলাদেশের সব ধরণের মাটি এমনকি পাহাড়ী ঢাল ও সমুদ্র তীরবর্তী লবণাক্ত জমিতেও জন্মে।
৩	জমি তৈরী	ঃ	উত্তম চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে।বন¨া পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যেতে পারে।
৪	কাটিং এর সংখ¨া	ঃ	হে±র প্রতি ২৫-২৬ হাজার কাটিং/ মোথা।
৫	কাটিং লাগানোর দুরত্ব	ঃ	লাইন থেকে লাইন: ৭০ সে.মি.; কাটিং থেকে কাটিং: ৩৫ সে.মি.।
৬	সার প্রয়োগ	ঃ	গোবর/ জৈব সার ২০-২৫ টন/ হে±র
	জমি তৈরীর সময়	ঃ	ইউরিয়া- টিএসপি-এমপি- ৫০:৭০:৩০ কেজি প্রতি হে±র।
	ঘাস লাগানোর ১ মাস পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭০ কেজি প্রতি হে±র।
	প্রতি কাটিং পর পর	ঃ	ইউরিয়া ৫০-৭০ কেজি প্রতি হে±র।
৭	সেচ	ঃ	খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পর পর।
৮	ঘাস কাটার সয়য়	ঃ	৩০-৪৫ দিন পর পর- গ্রী¯§কাল। ৫০-৬০ দিন পর পর- শীতকালে (সেচ সুবিধা সাপেক্ষে)
৯	বছরে কতবার কাটা যায়	ঃ	৫-৬ বার- ১ম বছর, ৭-৯ বার,২য়,৩য়, ও ৪র্থ বছর।
১০	বছরে কাঁচা ঘাসের উৎপাদন	ঃ	১৫০-২০০ টন।
১১	১ কেজি কাঁচা ঘাসের পুষ্টিমান	ঃ	প্রতি কেজি কাঁচা ঘাসে শুষ্ক পদার্থ - ২৫০ গ্রাম, জৈব পদার্থ - ২৪০ গ্রাম, প্রোটিন- ২৫ গ্রাম ও বিপাকীয় শক্তি -২.০ মেগাজুল।
১২	সংরক্ষণ	ঃ	সাইলেজ তৈরী করে।

নেপিয়ার (হাইব্রিড) ঘাস

দানাদার খাদ্য উৎপাদন

ভেড়ার দানাদার খাদ্য

- ভেড়ার দানাদার খাদ্য বলতে আমরা সাধারণত বিভিন্ন ধরণের শস্য বীজ যেমন ধান,গম, ভূট্টা ইত্যাদি বুঝি।

- বিভিন্ন ধরণের ভূষি যেমন গমের ভূষি, চালের কুড়া, মাসকলাই, খেসারী, মটর ইত্যাদির ভূষি এবং বিভিন্ন ধরনের খৈল যেমন সরিষার খৈল,তৈলজাত খাদ্য যেমন ফিসমিল বা মাছের গুড়া, বিভিন্ন ধরনের খনিজ লবণ, ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি বুঝায়।

- এসব দানাদার খাবার বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সরবরাহ অনুপাতে মিশিয়ে দানাদার খাদ্য মিশ্রণ করা হয়।

টেবিল ২

বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রনের সম্ভাব্য নমুনা (%)

ক্রমিক নং	খাদ¨ উপাদান	বাচ্চা ভেড়া (৩-৬ মাস)	বাড়ন্ত ভেড়া (৭-১৫ মাস)	বয়স্ক ভেড়া (১৫ মাস)
১	চাল/গম/ ভূট্টা ভাঙ্গা	৩০.০০	১৫.০০	১০.০০
২	বিভিন্ন ধরনের ডালের খুদ	৫.০০	-	-
৩	গমের ভূষি/ চালের কুড়া	২৯.০০	৪৫.০০	৫০.০০
৪	মাসকলাই/ খেসারী/ মসুর/ মুগ/ মটর ইত¨াদি ডালের ভূষি	৫.০০	১৫.০০	১৫.০০
৫	সয়াবিন খৈল/ তিলের খৈল/ সরিষার খৈল	২৫.০০	২০.০০	২০.০০
৬	শুটকি মাছের গুড়া/ প্রোটিন কনসেনট্রেট	২.৫০	১.০০	১.০০
৭	ডাই-ক¨ালসিয়াম ফসফেট/ ঝিনুকের গুড়া/ ডিমের খোসার গুড়া	২.০০	২.০০	২.০০
৮	সাধারণ খাদ¨ লবণ	১.০০	১.৫০	১.৫০
৯	ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫০	০.৫০	০.৫০
	সর্বমোটঃ	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

ভেড়ার খাদ্য হিসাবে ইউরিয়া মোলাসেস স্ট্র (ইউ এম এস)ঃ

- এটি ইউরিয়া, চিটাগুড় এবং খড় এর একটি মিশ্রিত খাবার যা ভেড়াকে প্রতিদিন শুকনো খড়ের পরিবর্তে চাহিদা মত খাওয়ানো যায়।

ইউ এম এস কিভাবে তৈরী করা হয়ঃ

- খড় কে ১.৫-৩.০ ইঞ্চি করে কেটে নিতে হবে।
- প্রথমে খড় মোলাসেস ও ইউরিয়ার পরিমান মেপে নিতে হবে।
- বিভিন্ন পরিমান খড়ের সহিত ইউরিয়া ও মোলাসেস কি পরিমান মিশাতে হবে তার একটি তালিকা ৩ নং টেবিলে দেওয়া হল।
- মোলাসেস ও ইউরিয়া ওজনের পর প্রয়োজন মত পরিষ্কার পানিতে এমন ঘনত্বে মিশাতে হবে যাতে সম্পূর্ণ দ্রবন টুকু খড়ের সাথে সহজে মিশানো যায়।
- পানি বেশী হলে দ্রবন টুকু খড় চুষে নিতে পারবে না । আবার কম হলে দ্রবন ছিটানো সমস্যা হবে।
- শুকনো খড়কে পলিথিন বিছানো বা পাকা মেঝেতে সমান ভাবে উল্টিয়ে বিছিয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবন টি আস্তে ঝরনা বা হাত দিয়ে ছিটিয়ে দিতে হবে এবং সাথে সাথে খড়কে উলটিয়ে দিতে হবে যাতে খড় দ্রবন চুষে নেয়।
- এভাবে স্তরে স্তরে খড় সাজাতে হবে এবং ইউরিয়া মোলাসেস দ্রবন সমভাবে মিশিয়ে নিতে হবে।

টেবিল ৩

প্রচলিত শুকনো খড় (কেজি)	পানি (লিটার)	মোলাসেস (কেজি)	ইউরিয়া (কেজি)
৫	২.৫-৩.৫	১.০৫-১.২০	০.১৫
১০	৫.০-৭.০	২.১০-২.৪০	.৩০
২০	১০.০-১৪.০	৪.২০-৪.৮০	০.৬০
৫০	২৫.০-৩৫.০	১০.৫০-১২.০০	১.৫০
১০০	৫০.০-৭০.০	২১.০০-২৪.০০	৩.০০

ভেড়ার বাচ্চার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- ভেড়ার বাচ্চার পুষ্টি ব্যবস্থাপনা মায়ের গর্ভাবস্থা থেকেই শুরু করতে হয়।
- ভেড়ার গর্ভধারণকাল ১৪৫-১৪৮ দিন।
- গর্ভের শেষ দুই মাস মাকে পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হবে।
- এতে বাচ্চা সবল ও পুষ্ট হয় এবং মায়ের দুধ পায়।
- বাচ্চা জন্মের সাথে সাথে পরিষ্কার ও শুকনো বাচ্চাকে যথাশীঘ্র সম্ভব মায়ের শাল দুধ দিতে হবে।
- শাল দুধ বাচ্চার প্রয়োজনীয় পুষ্টি এবং দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- দুই বা ততোধিক বাচ্চা হলে সব বাচ্চা যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

ভেড়ার বাচ্চা

টেবিল ৪

- বয়স ও ওজন ভেদে ভেড়ার বাচ্চার (০-২ মাস) প্রয়োজনীয় খাদ্য

বয়স (সপ্তাহ)	ওজন (কেজি)	দৈনিক খাদ্য সরবরাহ (গ্রাম)			
		মায়ের দুধ (সাকলিং/ বিকল্প দুধ)	দানাদার খাদ¨	কচি ঘাস/ লতা পাতা	ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত ঘাস
০	১.৫	২৯০	-	-	-
১	২.০	৩৬০	-	-	-
২	২.৪	৪১০	১০	সামান্য পরিমান	-
৩	২.৮	৪৬০	১০	সামান্য পরিমান	-
৪	৩.১	৫০০	১৫	সামান্য পরিমান	-
৫	৩.৬	৫৬০	২০	১০০	-
৬	৪.০	৬০০	২৫	১৫০	সামান্য পরিমান
৭	৪.৪	৬০০	৩০	১৫০	সামান্য পরিমান
৮	৪.৭	৬০০	৩০	১৫০	২০

সাধারণত বাংলাদেশী ভেড়া গড়ে ২টি করে বাচ্চা দেয় এবং বাচ্চার ওজন গড়ে ১-১.৫ কেজি হয়।

জন্মের পর বাচ্চার দৈনিক ৩০০ গ্রাম শাল দুধ প্রয়োজন।

প্রতিটি বাচ্চা ৪ সপ্তাহ বয়সে ৫০০ গ্রাম করে দুধ দিতে হয়।

এ সময় ভেড়ীকে পর্যাপ্ত পরিমান খাবার দিলে দুধ উৎপাদন বাড়ে।

বাচ্চার দুধ নির্ভরশীলতা কমাতে ২য় সপ্তাহ থেকে সামান্য পরিমান দানাদার খাদ্য ও কঁচি ঘাস,লতা পাতা খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে।

যে সময়ে পর্যাপ্ত কাঁচা ঘাস না পাওয়া যায় তখন ভেড়ী অথবা ভেড়ার বাচ্চাকে ইউএমএস বা প্রক্রিয়াজাত খড় বা সাইলেজ খাওয়াতে হবে।

মায়ের দুধ অপর্যাপ্ত হলে গরুর দুধ বা বিকল্প দুধ খাওয়াতে হবে। সে ক্ষেত্রে ফিডার, নিপল এবং দুধেরপাত্র পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে।

কখনোই বাচ্চাকে ঠান্ডা বা বাসী দুধ খাওয়ানো উচিত নয়।

টেবিল ৫

- বিকল্প দুধের উপাদান

উপাদান	পরিমান (%)
গুড়া দুধ	৭০
চাল, গম বা ভূট্টার গুড়ি	২০
সয়াবিন তৈল	৭
লবন	১.৫
ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট	১.৫
ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স	০.৫
মোট	১০০

তৈরী পদ্ধতি

- উক্ত মিশ্রনের ১ ভাগের সাথে ৯ ভাগ পানি মিশাতে হবে।
- পানিকে অন্ততঃ ৫ মিনিট ফুটিয়ে পুনরায় কুসুম গরম অবস্থায় ঠান্ডা করে বিকল্প দুধ তৈরী করতে হবে।
- বাচ্চা জন্মের পর প্রতিদিন ৩০০ গ্রাম করে দুধের প্রয়োজন ।
- ২ সপ্তাহ পর থেকে বাচ্চাকে দুধের পাশাপাশি কাঁচা ঘাস দিতে হবে।

বাড়ন্ত ভেড়ার খাদ্য ব্যবস্থাপনাঃ

- বাড়ন্ত ভেড়া বরতে এখানে ৪-১৫ মাস বয়সী ভেড়াকে বুঝানো হচ্ছে।
- বস্ত্ততঃ এ সময়ই ভেড়ার মূল শারীরিক বৃদ্ধির বয়স।
- এ সময় মাংস, উল বা প্রজননের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টি ভেড়াকে না সরবরাহ করলে ভেড়া পালনের মূল লক্ষ্যই ব্যাহত হবে।
- দুধ ছাড়ানো থেকে পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত ভেড়ার খাদ্য গ্রহণ তথা পুষ্টি সরবরাহ কম থাকে।
- এ সময়ে বাচ্চা একদিকে যেমন মা থেকে পুষ্টি হার কমে যায়,আবার অনেক সময় প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাবে ওজন বৃদ্ধি থেমে যেতে পারে।
- আবার এ সময়ে বাচ্চা যদি কৃমি আক্রান্ত হয়, তখন বাচ্চা মারাও যেতে পারে।

ভেড়ার খাসীকে খাওয়ানোঃ

- (৪ মাস থেকে বাজারজাতকরন পর্যন্ত)
- তিন মাস বয়সে মায়ের দুধ ছাড়ানোর পর খাসীকে সুষম খাদ্য খাওয়ালে গড়ে দৈনিক প্রায় ৬০ গ্রাম হারে ওজন বৃদ্ধি পায়।
- ফলে এক বছরের মধ্যে ভেড়া ১৮-২২ কেজি ওজনের হতে পারে।
-
- অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে বাজারজাত করা যায়।
- যে সব খামারী খামারে ডাল জাতীয় ঘাসের ‘ হে ’ এবং নেপিয়ার, ভূট্টা ইত্যাদি ঘাসের সাইলেজ তৈরী করে তারা নিম্নে টেবিলে বর্ণিত পরিমানে খাদ্যের মাধ্যমে ভেড়া মোটা তাজাকরণ করতে পারে।

টেবিল ৬

ডাল জাতীয় শুষ্ক (হে) এবং সাইলেজ ভিত্তিতে ভেড়ার মোটা তাজাকরণ রেশনঃ

বয়স (মাস)	ওজন (কেজি)	ডালজাতীয় শুষ্ক ঘাস হে (গ্রাম/দিন)	সাইলেজ গ্রাম/দিন	চাল ভাঙ্গা ভূট্টা ভাঙ্গা	বিপাকীয় শক্তি কেজি	বিপাকীয় আমিষ
৩	৬.০	১০০	-	২০০	২.৮৫	২৪
৪	৭.৮	২৫০	-	২০০	৪.১৩	২৭
৫	৯.৬	৩০০	-	২০০	৪.৫৬	২৯
৬	১১.৫	৩৫০	সামান্য পরিমান (২৫-৫০)	২০০	৫.০০	৩২
৭	১৩.২	৪০০	সামান্য পরিমান (৫০-১০০)	২০০	৫.১৬	৩৪
৮	১৫.০০	৪০০	১৫০	২০০	৫.৪০	৩৬

প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ভেড়ার পাঁঠাকে খাওয়ানোঃ

- প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ভেড়ার পাঁঠাকে পর্যাপ্ত পরিমানে কাঁচা ঘাস খাওয়াতে হবে।
- প্রজনন কাজে ব্যবহৃত ২৫-৩০ কেজি ওজনের পাঠাকে দৈনিক ৩৫০-৫০০ গ্রাম প্রোটিনসমৃদ্ধ দানাদার খাদ্য প্রদান করতে হবে।
- তাছাড়া পাঠাকে দৈনিক প্রায় ১০ গ্রাম গজানো অংকুরিত ছোলা খাওয়াতে হবে।
- কাঁচা ঘাসের পরিমান কম হলে বছরে অন্তত দুইবার ২-৩ মি.লি. ভিটামিন এডিই ইনজেকশন দিতে হবে।
- তবে পাঠাকে কখনোই অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত হতে দেয়া যাবে না।
- এতে পাঠার প্রজনন ক্ষমত হ্রাস পায়।

ভেড়ার প্রজনন ব্যবস্থাপনাঃ

ক) প্রজনন করার উপযুক্ত সময়ঃ

- ভেড়ার প্রজনন করানোর উপযুক্ত বয়স নির্ভর করে এর জাত ও ওজনের উপর।
- গ্রীষ্ম মন্ডলীয় এলাকায় প্রাপ্ত ভেড়ার জাতসমূহ ৫-১২ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়।
- এ দেশীয় ভেড়া সাধারণত ৬-৮ মাস বয়সে প্রজননক্ষম হয়।
- এ সময় এদের ওজন ১২-১৩ কেজির মত হয়ে থাকে।
- উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় ভেড়ার পাঠা-বাচ্চা ৬-৯ মাসের মধ্যেই বয়োঃপ্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়।
- তবে তাদেরকে ১২ মাস বয়সের আগে (কমপক্ষে ১৮-২০ কেজি) পাল দেয়া কাজে ব্যবহার করা উচিত নয়।
- ১০-১২ টি ভেড়ীর জন্য ১টি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট।
- একটি পাঠীকে তার প্রজননকালে ১০০-২০০ বারের বেশী প্রজনন করানো উচিত নয়।

ভেড়ী উপযুক্ত দৈহিক ওজন না হওয়া পর্যন্ত পাল দেওয়া ঠিক নয়।

কারণ কম ওজনের ভেড়ী বাচ্চার মৃত্যুর হার বেশী।

ভেড়ী যখন প্রথম বার গরম হয় তখন তাকে পাল না দেয়াই ভাল।

এক্ষেত্রে পরের বার পাল বাদ দিতে হবে।

পাল দেওয়ার পূর্বে ভেড়ী ঠিকমত গরম হয়েছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত খামারে ভেড়ার উন্নয়নঃ

- ব্যক্তি পর্যায়ে দেশী ভেড়া উন্নয়নের জন্য সিলেকটিভ ব্রিডিং বা বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ১০০ বা তার অধিক ভেড়া বিশিষ্ট খামারে খামারী তার ভেড়া উন্নয়নের জন্য বাছাই পদ্ধতি অনুসরন করে ভেড়া/ভেড়ী বাছাই করবেন। জাত উন্নয়ণে বাছাই কর্মসূচীর জন্য খামারে ভেড়ার উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ ও বিশেষণ করতে হবে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কেবলমাত্র বাছাইকৃত ভেড়া / ভেড়ী কে প্রজনন কাজে ব্যবহার করতে হবে। ভেড়ার পালকে কয়েকটি গ্র“পে ভাগ করে প্রতিটি গ্র“পকে এক একটি পরিবার হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। একটি পরিবারের উৎকৃষ্ট ভেড়ার সাথে ভিন্ন পরিবারের উৎকৃষ্ট ভেড়ীকে প্রজনন করাতে হবে। খামারে আন্ত প্রজননের প্রভাব পড়বে না এবং উন্নত কৌলকমান সম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদিত হবে। উৎপাদিত এসব বাচ্চার মধ্যে যাদের ওজন বৃদ্ধি হার (৬ মাস বয়সের ওজন) ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং অধিক শৌর্য বীর্য সম্পন্ন তাদেরকে পরবর্তীতে প্রজনন কাজে ব্যবহার করতে হবে।

খ) ভেড়ীর গরম হওয়ার লক্ষণ সমূহঃ

- ভেড়ী গরম হলে সোজা ভাবে দাড়িয়ে থাকে, লেজ বাকিয়ে রাখে এবং ঘন ঘন লেজ নাড়ে।
- ভেড়ীর যৌনীদ্বার লাল হবে ও ফুলে যাবে এবং যৌনীদ্বার দিয়ে সাদাটে তরল শে-ষা বের হবে।
- ভেড়ীর খাওয়া দাওয়া কমে যায়, ডাকাডাকি করে।

- গরম হওয়া ভেড়ী পাঠার গা ঘেসে অবস্থান করে।
- অন্যান্য প্রজাতী যেমন ছাগী অন্য ছাগীর উপর লাফ দেয়, কিন্ত ভেড়ার ক্ষেত্রে তা সাধারণত দেখা যায় না।
- ভেড়ী গরম হওয়ার ১২ ঘন্টা পর অর্থাৎ সকালে গরম হলে বিকেলে এবং বিকেলে গরম হলে পরদিন সকালে পাল দিতে হবে।

গ) প্রসবের সময় ভেড়ী ও বাচ্চার যত্নঃ

- প্রসবের সাথে সাথে বাচ্চার সমস্ত শরীর বিশেষত নাকে শেশ্মা সরিয়ে নাকের মধ্যে ফু দিয়ে বাচ্চার শ্বাস প্রশ্বাসে সহায়তা করতে হয়।
- পায়ের ক্ষুর এবং নাভী কাটার (শরীর থেকে দুই আঙ্গুল নিচে) পর সেখানে সেভলন/ ডেটল দিয়ে মুছে দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মায়ের সামনে রাখতে হবে যাতে মা সহজে বাচ্চাকে চেটে পরিষ্কার করতে পারে।প্রয়োজনে শুকনো খড় বা গামছা দিয়েও বাচ্চাকে দ্রুত পরিষ্কার করা যেতে পারে।
- দুই বা ততোধিক বাচ্চা প্রদানের ক্ষেত্রে মাকে প্রতিটি বাচ্চা প্রসবের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।
- বাচ্চাকে মোটামুটি পরিষ্কার করে দ্রুত শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি বাচ্চা যেন শাল দুধ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।
- শীতকালে যখন তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রী সেঃ এর নিচে থাকে অথবা বাচ্চা যদি শীতে কাপতে থাকে তখন বাচ্চাকে সাথে সাথে উষ্ণ স্থানে (তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেঃ) বা রোদে রেখে গরম করতে হবে।

বাচ্চা প্রসবের পর ভেড়ীকে স্যালাইন গোলানো পানি (প্রতিলিটার পানিতে ২০ গ্রাম চিটাগুড় এবং ২ গ্রাম লবন) ২-৩ লিটার হারে পান করাতে হবে।

ভেড়ীকে এ সময়ে জাউসহ সবুজ ঘাস সরবরাহ করতে হবে।

প্রজননের জন্য ভেড়ার পাঠা নির্বাচনঃ

- প্রজননের জন্য পাঠার বয়স ১২-১৪ মাস হতে হবে।
- অধিক উৎপাদনশীল বংশের আকারে বড় ও শৌর্য-বীর্যশীল হওয়া উচিত।
- অন্ডকোষ সুগঠিত এবং পিছনের পা সুঠাম ও শক্তিশালী হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ার মা, দাদী ও নানীর বাচ্চা মৃত্যু হার ৫% এর নীচে হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়া যৌন রোগসহ সকল প্রকার রোগমুক্ত হতে হবে।
- প্রজননের জন্য খামারের উৎকৃষ্ট পাঠার সাথে পার্শ্ববর্তী খামারের উৎকৃষ্ট পাঠার বিনিময় করবেন।
- এই প্রজনন কর্মসূচীতে কোন ভাবেই একটি পাঠাকে তার মা,বোন,দাদী,বা নানী এর সাথে প্রজনন করানো যাবে না।

ভেড়ী নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়ঃ

- নির্বাচনের সময় ভেড়ীর বয়স ৯-১৩ মাসের হওয়া উচিত।
- নির্বাচিত ভেড়ী অধিক উৎপাদনশীল বংশের,আকারে বড়, আকর্ষণীয় গঠনের হতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ীর মা,দাদী ও নানী বছরে ২ বার এবং প্রতিবার কমপক্ষে ২টি করে বাচ্চা দিয়েছে কিনা জানতে হবে।
- নির্বাচিত ভেড়ী কিছুটা ত্রিকোণাকৃতি,পা সামঞ্জস্যপূর্ণ,ওলান অধিক দুধ ধারন সম্পন্ন।
- বাট সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুটা ভিতরের দিকে বাকানো।
- নির্বাচিত ভেড়ীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়, পাজরের হাড় সম্প্রসারণশীল।
- নির্বাচিত ভেড়ীর পেট তুলনামূলকভাবে বড়,পাজরের হাড় সম্প্রসারণশীল।

ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাঃ

সুস্থ ভেড়া চেনার লক্ষণসমূহঃ

- স্বাভাবিকভাবে ১ টি সুস্থ ভেড়ার প্রতি মিনিটে নাড়ী স্পন্দন হার ৭০-৯০, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার প্রতি মিনিটে ১০-১২ এবং দেহের তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী সেঃ বা ১০২ ডিগ্রী ফাঃ হয়ে থাকে।
- সুস্থ ভেড়া একমনে খাদ্য গ্রহণ করে এবং দলবদ্ধভাবে চলাফেরা করে।
- সুস্থ ভেড়ার মাথা শরীরের সাথে সমান্তরাল থাকে এবং সব সময় সাবলীল ভঙ্গিতে চলাফেরা করে।
- সুস্থ ভেড়ার চামড়া বিশেষ করে যে সকল অংশ পশমে আবৃত নয় সে সকল অংশ উজ্জল নরম থাকে।
- পা গুলি শক্ত ও সুঠাম গড়নের হবে।
- সুস্থ ভেড়ার পায়খানা দানাদার হবে এবং পায়ু অঞ্চল পরিচ্ছন্ন থাকবে।
- প্রশ্রাবের রং শুকনো খড়ের মত হবে।
- দুধের বাট এবং ওলান নরম স্পঞ্জের মত হবে।

ভেড়ার অসুস্থতার কারণসমূহঃ

- সাধারণভাবে ভেড়ার দেহের স্বাভাবিক কাজকর্মের পরিবর্তনের মাধ্যমে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- খামারে রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয়ায় প্রধান কারণ অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম, অপর্যাপ্ত বায়ুপ্রবাহ, স্থানের তুলনায় অধিক ভেড়ার ঘনত্ব, পর্যাপ্ত খাদ্য এবং পানি।
- কখনো কখনো অতিরিক্ত ঔষধ প্রয়োগের ফলেও ভেড়া অসুস্থ হতে পারে।
- কৃমি ভেড়াকে ধীরে ধীরে দুর্বল করার মাধ্যমে অন্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে থাকে।
- ভেড়া অসুস্থ হলে ভেড়ার সাথে চলাফেরা বা খাদ্য গ্রহণ না করে এককভাবে দাড়িয়ে বা বসে থাকে।

টিকা প্রদানঃ

- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে উপযুক্ত টিকা প্রয়োগ করে ভেড়াকে বিভিন্ন মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।
- বিভিন্ন বয়সে ভেড়ার টিকা প্রদান কর্মসূচী প্রদান করা হল।
- প্রথম ডোজ টিকা দেয়ার পর প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর অন্তর বুষ্টার ডোজ হিসেবে ক্ষুরা রোগ এবং এন্টেরোটক্সিমিয়া রোগের টিকা দিতে হবে।
- ভেড়াকে ৩ (তিন) মাস বয়সে পিপিআর টিকা প্রদান করে থাকে তবে ২ বছর বয়সে শীপ পক্স টিকা করতে হবে।
- ভেড়া যদি ২ বছরের অধিক সময় ধরে বেচে থাকে তবে তাকে এ টিকা দিতে হবে।
- যেহেতু একদিকে একই বয়সের অনেক ভেড়া পাওয়ার সম্ভাবনা কম এবং এই সকল টিকার একক ডোজ হিসাবে পাওয়া যায় না সেজন্য বর্ণিত কর্মসূচীর টিকা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভেড়ার বয়স (একথাইমা ব্যতীত) ১ মাস পর্যন্ত আগ পিছ করা যেতে পারে।

টেবিল ৭

ভেড়ার বিভিন্ন বয়সে টিকা প্রদানের ছকঃ

রোগ	৩য় দিন	১০-১৪ দিন	৩ মাস	৪ মাস	৫ মাস	৬ মাস
একথাইমা	১ম ডোজ	২য় ডোজ				
ক্ষুরা রোগ			১ম ডোজ পলিভ্যালেন্ট টিকা			
পিপিআর			১ম ডোজ			বুষ্টার ডোজ

ডিপিংঃ

- বছরের বিভিন্ন সময়ে ভেড়া উকুন, আঠালী, মায়াসিস , মেইঞ্জ, মাইট ইত্যাদি বহিঃ পরজীবি দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- এই বহিঃ পরজীবি থেকে ভেড়াকে মুক্ত রাখার জন্য প্রতিমাসে নূন্যতম একবার ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে (১০০ লিটার পানিতে ০.৫ লিটার ম্যালাথিয়ন) ডিপিং করাতে হবে।
- খামারে রোগ আক্রান্ত কোন ভেড়া থাকলে তাকে আলাদাভাবে আইভারম্যাকটিন ইনজেকশন ০.৫ সিসি পরিমান চামড়ার নিচে দিতে হবে এবং ২-৩ দিন পরপর রোগ না সারা পর্যন্ত ম্যালাথিয়ন ডিপিং (গোসল) করাতে হবে।
- আইভারম্যাকটিন জাতীয় ঔষধ প্রতি ছয় মাস অন্তর প্রয়োগে ও বহিঃ পরজীবি নিয়ন্ত্রনে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ভেড়ার রোগ প্রতিরোধঃ

- ভেড়া আশেপাশের পরিবেশ হতে অনবরত বিভিন্ন ক্ষতিকর জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়।
- দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকাংশ সময় ভেড়া ঐ সকল জীবাণুর আক্রমন থেকে রক্ষা পায়।
- যখন দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিকর জীবাণু প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হয় তখন ভেড়া রোগাক্রান্ত হয়।
- অতএব ভেড়াকে সুস্থ্য রাখতে হলে খামারে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ রাখতে হবে।

এন্টেরোটক্সিমিয়াঃ

এ রোগ সাধারণত স্বাস্থ্যবান বাড়ন্ত ভেড়াতে বেশী হয়।

- কোন উপসর্গ বা লক্ষণ দেখার পূর্বেই ভেড়া হঠাৎ করে মারা যায়।
- শরীরের তাপমাত্রা কমে যায়, পেট ব্যাথার কারণে শুয়ে পা ছোড়াছড়ি করতে থাকে।
- পাতলা পায়খানা হয়, অত্যাধিক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই মারা যায়।
- মারা যাওয়ার পর পরই শরীরের চামড়ার রং বিবর্ণ হয়ে মৃত দেহে পচন ধরে।

চিকিৎসা

- যেহেতু আক্রান্ত ভেড়া হঠাৎ করে মারা যায় সেজন্য সাধারণতঃ কোন চিকিৎসা দেয়ার সময় পাওয়া যায় না।

- তবে প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগ সনাক্ত করা গেলে ৩ মিলি; এট্রোপিন সালফেট ইনজেকশন মাংসপেশীতে ৬ ঘন্টা পর পর , সালফার ড্রাগ প্রয়োগ এবং শিরায় কলেরা স্যালাইন প্রদান করলে অনেক ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়।

আমাশয় রোগঃ

- এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা ভেড়া এ রোগে আক্রান্ত হয়।
- একদিন থেকে ৪দিন বয়সের ভেড়ার বাচ্চা এ রোগে বেশী আক্রান্ত হয়। তবে বাচ্চার ৩ সপ্তাহ বয়স পর্যন্ত এ রোগ হতে পারে।
- আক্রান্ত বাচ্চার ২০-৩০ ভাগ এ রোগে মারা যায়।
- এ রোগের জীবাণু মাটি এবং গোবরে থাকে এবং তা বর্ষাকালে আদ্র আবহাওয়ায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

লক্ষণঃ

- সুস্থ সবল বাচ্চা হঠাৎ মারা যেতে থাকে।
- বাচ্চা মায়ের দুধ খাওয়া অবস্থায় পেট ব্যাথায় আক্রান্ত হয়, ঘুরে মাটিতে পড়ে মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

- যেহেতু হঠাৎ মারা যায় সে কারণে চিকিৎসা করার সময় পাওয়া যায় না তবে স্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করা যেতে পারে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হবে।

ধনুষ্টংকার (টিটেনাস) রোগঃ

- ধনুষ্টংকার মানুষসহ সকল গৃহপালিত পশুর ব্যাকটেরিয়াজনিত একটি মারাত্বক সংক্রামক রোগ বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় সব দেশে এ রোগ দেখা যায়।

- ভেড়া সাধারণতঃ খাসি করানো, প্রসব, পশম ছাটা বা অন্য কোন গভীর ক্ষতের কারণে এই রোগ হতে পারে।

লক্ষণঃ

- দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসপেশী শক্ত হয়ে যায়।
- ফলে পশুর দাতে কপাট লাগে।
- মাংশ পেশীর কম্পন ও খিচুনী দেখা দেয়।
- আক্রান্ত পশুর মলমূত্র বন্ধ হয়ে যায়।
- যে কোন শব্দে পশু চমকে উঠে।
- শেষ অবস্থায় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়।

চিকিৎসাঃ

- সাধারণত এ রোগের চিকিৎসায় তেমন ভাল ফল হয় না।
- তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ সনাক্ত করা গেলে ক্ষতস্থান এন্টিসেপটিক দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে এবং মাংস পেশীতে টিটেনাস টক্সয়েড (টিটি) ইনজেকশন দিতে হবে।
- তাছাড়া উচ্চ মাত্রায় পেনিসিলিন জাতীয় এন্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে।
- পশুকে ছায়াযুক্ত (অন্ধকার) স্থানে রাখতে হবে।

প্রতিরোধঃ

- খাসী করানো বা অন্য কোন কারনে অস্ত্রোপচার এর আগে ধনুষ্টংকার এর টিকা প্রদান করতে হবে।
- স্বাস্থ্যসম্মতভাবে যে কোন অস্ত্রোপচার করতে হবে।